Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The
Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 5, ISSUE 4 JUL-AUG, 2011

ক্রোধ বা রাগ জীবনে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরণের ক্ষতি

ক্রোধ সচ্চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়। রাগ বা ক্রোধকে অবদমিত করে সহনশীলতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে পারা আদর্শবান মানুষের একটি বিশেষ গুণ। ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। সে কারণে কখনো কেউ ক্রোধ বা রাগের বশীভূত হলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। কেননা ক্রোধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে তিরোহিত করে দেয়। ফলে ক্রোধ মানুষকে পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত করে। তাইতো আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ক্রোধের অপকারিতা বর্ণিত হয়েছে এবং সহনশীলতা, ধৈর্য ও কোমলতার নীতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ "তাঁদের (মুমিনদের) বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ক্রোধকে হজম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪) তারপর অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী লোকদের প্রশংসা করে বলেন ঃ "এবং যখন তাঁরা ক্রোধান্বিত হয় তখন তাঁরা মাফ করে দেয়।" (সূরা শুরা ঃ ৩৭)

----বাকি অংশ ২য় পাতায়

কো-এডুকেশনের প্রভাব বা ফলাফল

কো-এডুকেশন মানে ছেলেমেয়েরা একই সময়ে একই স্থানে, একই শ্রেণীকক্ষে বসে পড়ালেখা করা। যার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ হচ্ছে। এতে নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও পশ্চিমা দৃষ্টিতে ও আইনানুসারে এই সম্পর্ক বৈধ। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি চিত্র দেখুন। বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ একটি আর্টিক্যালে লিখেছেন, 'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তারেরা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি'। তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন - ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে।

----বাকি অংশ ২য় পাতায়

From the Qur'an:

📖 মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে- তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? (সূরা আনকাবুত ঃ ২)

From the Hadith:

📖 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী)

ভেতরের পাতায়

অতি আদর ও অনাদর দু'টিই ক্ষতিকর	3	সুখি পরিবার এক সময় অসুখি হওয়ার করুণ চিত্র ..	5
লজ্জাশীলতা ও শালীনতা	3	পারিবারিক সমস্যা সমাধানে পুলিশের সাহায্য	6
অন্যের দোষ অনুসন্ধান করবেন না	4	স্বামী-স্ত্রীর জন্য কিছু টিপ্স	6
সন্তানের জন্মদাতা 'পিতা' কে ? 'মা' তা জানে না!	4	জাল ও দুর্বল (মওজু ও যঈফ) হাদীস থেকে সাবধান!	7

ক্রোধ বা রাগ জীবনে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরণের ক্ষতি

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না।" লোকটি কথাটি কয়েকবার বলল, নবী (সা.) বারবার বললেন ঃ "রাগ করো না।" (সহীহ বুখারী)

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, রাগকে সংবরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ "ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে। বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরী আর পানি আগুনকে ঠাণ্ডা করে দেয়। যদি কারো ক্রোধের উদ্রেক হয় তার উচিত অযু করে নেয়া। (আবু দাউদ)

তবে ক্রোধ বা রাগের একটা পজিটিভ দিকও আছে। রাগের সাথে সম্পর্ক রয়েছে জীবনের সফলতার। যদি কেহ রাগ বা জেদ ধরে জীবনে সফলতার জন্য সৎ পথে পরিশ্রম করে তাহলে সে তা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে রাগ পুরুষের ভূষণে পরিণত হতে পারে। এটা হবে তার determination এর পুরস্কার।

অযৌক্তিক রাগ বা ক্রোধ নারী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই অশান্তি বা ধ্বংসের কারণ হতে পারে। নারীদের এ ব্যাপারে বেশী সতর্ক থাকতে হবে কারণ পৃথিবীর সব সমাজেই তাদের জীবনের তিনটি পর্যায়ে যেমন ঃ কন্যা, স্ত্রী ও মাতা। সুতরাং নারীদের রাগ, ক্রোধ অথবা জেদ সংসারে সমূহ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নারীরা এখানে ভুল বুঝবেন না। আপনারা সবসময় সম্মানিত এবং প্রকৃতির ব্যলেন্স এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ এই নিয়ম করেছেন। কারণ তিনিই ভাল জানেন কোথায় আমাদের কল্যাণ।

পুরুষের জীবনে রাগ না থাকলেতো পুরুষ নির্জীব হয়ে যাবে। রাগ থাকবে, এটি জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের একটি অংশ কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয়। পুরুষের রাগ যেন সংসারে অশান্তি নিয়ে না আসে, সে দিক থেকে সাবধান। মনে রাখতে হবে, যে ক্রোধের পজিটিভ দিক সুন্দর তার নেগেটিভ দিকও কিন্তু চরম কুৎসিত। রাগের ক্ষেত্রে বা ভালবাসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মডেল রাসূল (সা.)কে অনুসরণ করবো।

কারোর মধ্যে রাগ যখন চূড়ান্ত সীমায় আসবে তখন তার উচিত দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়া, বসে থাকলে শুয়ে যাওয়া। এতেও ক্রোধ দমন না হলে অযু করা আর বুঝতে হবে এখানে শয়তান উপস্থিত। এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্যকারী, আমাদের প্রতিপালক ও সর্বনিয়ন্তা মালিক।

---- জাবেদ মুহাম্মাদ

কো-এডুকেশনের প্রভাব বা ফলাফল

সে জন্য ডা. সাবরিনা সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাবরিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম দেশের ১৩ বছর আগের চিত্র যদি হয় এমন তাহলে আজকে বাংলাদেশের কী আবস্থা? আর এই উন্নত দেশগুলোতে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা কো-এডুকেশনে বড় হচ্ছে তাদের কী অবস্থা? আসুন একটু ভেবে দেখি।

তাছাড়া চিন্তা করা উচিত যে ছেলেমেয়েদেরকে দুটো ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন চাহিদা ও শারীরিক গঠনে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করার আদেশ দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে স্রষ্টার আদেশ ব্যতিরেকে মিল বা বন্ধুত্ব হতে পারে? (বিয়ে ছাড়া কি সম্ভব!) তবে যেহেতু তাদের সাথে আপাতত ক্লাস করতেই হচ্ছে কাজেই তাদের উভয় পক্ষেরই আচরণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফর্মাল হওয়া উচিত, ঘনিষ্ট নয় যাতে ক্ষতিকর আচরণের সুযোগ না থাকে।

ইসলাম ছেলেমেয়েদেরকে অবাধে চলাফেরা করা, বিনা প্রয়োজনে পাশাপাশি বসে কথা বলা, রাস্তা দিয়ে যাওয়া, শপিং সেন্টার বা মার্কেটে একসাথে কেনাকাটা করতে যাওয়া ইত্যাদি নিরুৎসাহিত করছে। অফিসে বা কর্মস্থলে পুরুষ ও মহিলা পাশাপাশি কাজ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই মানুষ; মানুষ সেহেতু তাদের মাঝে ভিন্নতাও আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেয়েদের দেহকে কোমলরূপে সৃষ্টি করেছেন। নম্রতা, বিনয়, মায়া মমতার আধিক্য এবং প্রখর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। ফলে তাদের মাঝে প্রভাব গ্রহণের প্রবণতা বেশি।

অন্যদিকে আজকের সমাজের বাস্তব চিত্রই হলো এসব আল্লাহ প্রদত্ত গজব। রেলগাড়ি যেমন আপন আপন লাইন ধরে উম্মাদের মত ছুটে চলেছে, কারো সাথে কারো সংঘাত নেই, ঠিক এভাবেই আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে আমরা যদি আপন আপন সীমারেখার মধ্যে চলাফেরা করি, তাহলে আমাদের জীবনে কোনরূপ অশান্তি আসবে না। আমরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম বা বিধান মেনে চলবো, ততক্ষণ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমাদের পক্ষ হয়ে আমাদের সাহায্য করবে। যেমন আগুন সাহায্য করেছিল ইব্রাহিম (আ.)-কে। পানি সাহায্য করেছিল মূসা (আ.)-কে, ছুরি সাহায্য করেছিল হযরত ইসমাঈল (আ.)- কে। আর যদি আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজের খুশিমতো খামখেয়ালীভাবে চলাফেরা করি, তবে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। যেমন (Red Sea) লোহিত সাগরের পানি ফেরাউনের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আল্লাহর সৃষ্টি মশা যেমন নমরূদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আবাবিল পাখি যেমন লড়েছিল বাদশা আবরাহা ও তার বিরাট হাতী ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

---- জাবেদ মুহাম্মাদ

অতি আদর ও অনাদর দু'টিই ক্ষতিকর

---- জাবেদ মুহাম্মাদ

আদর, স্নেহ-ভালবাসা সকলেই চায়। শুধু মানুষ নয় সকল প্রাণীই এটি তাদের আপনজনের কাছে প্রত্যাশা করে থাকে। ধরা ছোয়ার বাইরে অদৃশ্যমান একটি সম্পদ যার প্রভাব এবং পরবর্তী ফলাফল পজিটিভ নেগেটিভ দু'ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রবল। কাজেই প্রয়োজন সুষ্ঠ সমন্বয়করণ। অতিরিক্ত যেকোন কিছুই খারাপ তেমনি অতি আদরও অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে কাঁদায় বা ঘরকুনে করে ফেলে। কর্ম অক্ষম করে তোলে বা এক কথায় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। আদরের প্রতি আকর্ষণ অনেকেরই থাকে, আদর সকলেই চায়। এমন কেউ নেই যে আদর চায় না। কাজেই আদর করা ভাল কিন্তু কখনো যদি এমন আদর কেড়ে নেয়া হয় তাহলে তা ভুলে যাওয়া কতটা কষ্টদায়ক তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবে। এতে অনেকে জীবন বিসর্জন দেয়ার মত কঠিন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে। জীবনের লক্ষ্যচুতি হতে পারে ছিটকে পড়ে যেতে পারে সঠিক স্থান থেকে। আবার অন্ধের মতো আদর করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়াও দুঃখজনক। আদরের কারণে আল্লাহ বিরোধী কাজ ও চলাফেরাকে সমর্থন করা ইসলাম কখনো মেনে নিতে পারে না। যেমন লেনদেনে অসচ্ছতা, সুদ আদান-প্রদান, মেয়েরা পর্দা না করা, গীবত করা, হিংসা করা, গর্ব করা, মিথা বলা, রিয়া করা, অহংকার করা, অপচয় করা, নামায আদায় না করা, অসচ্চরিত্রের অসৎ দোষাবলির সাথে সম্পৃক্ত আছে জেনেও তা সংশোধন করানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হওয়া; আপন হওয়ার নেশায় তা মেনে নেয়া বা তারপরও আদরের নেশায় ভুলে যাওয়া কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

অন্যদিকে অনাদর অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে। যাদের মা-বাবা পৃথিবীতে বেঁচে নেই তাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্যিই অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সমাজে মা-বাবা হারা সন্তানগুলো নিগৃতীত হয়ে থাকে বেশী। আদর বঞ্চিত এ শিশুরাই একদিন হয়ে উঠে কুখ্যাত সন্ত্রাসী বা সমাজ ও রাষ্ট্রদ্রোহী। হত্যাযজ্ঞ তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। সুতরাং সচ্চরিত্রবান হওয়ার লক্ষ্যে এ দু'টির ক্ষেত্রে মা-বাবাসহ সকলকে সমন্বয়সাধন করা উচিত। তাহলেই সকল মানুষ হবে ব্যাক্তিগতভাবে আদর্শবান ও সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকামী।

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা

সচ্চরিত্র গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অত্যন্ত জরুরী। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। সে যেকোন অসৎ কাজ করতে পারে, আর এজন্যই বলা হয়, যার লজ্জা-শরম নেই তার ঈমানও নেই। কারণ লজ্জা ও শালীনতাবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।" (সহীহ বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "লজ্জা ও ঈমান সবর্দা পরস্পর সাথী হয়ে থাকে। যখন এর একটি বিলুপ্ত হয়, অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়।" (বায়হাকী)। অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা নিজেও এ গুণে গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (তিরমিযী)

মূলত লজ্জাবোধ মানবজাতির একটি অন্যতম গুণ। এ প্রসংগে নবী কারীম (সা.) বলেন ঃ লজ্জা এমন একটি গুণ যার ফলে সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়। নবী কারীম (সা.) বলেন ঃ "লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে।" (সহীহ বুখারী) লজ্জাহীন লোক ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে পারে, কোন কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ "লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।" (সহীহ বুখারী)

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পুরুষ কি নারী সবার জন্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে মানুষের লজ্জাস্থানের হিফাযত করার বা পবিত্রতা রক্ষা করার বিশেষ তাকীদ রয়েছে। লজ্জাস্থানের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই শুধু লজ্জাস্থানের হিফাযত নয়। বরং অবৈধভাবে লজ্জাস্থানের বা যৌনাঙ্গের ব্যবহার না করাই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার মর্ম। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "হে রাসূল! মুমিনদের বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাঁদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাঁদের জন্য উত্তম।" (সূরা আন নূর ঃ ৩০)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামে বর্ণিত পর্দা মূলত মানুষের লজ্জা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের জন্যই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ "আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাঁদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাঁরা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাঁদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাঁদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না ও চাদর) দ্বারা আবৃত করে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে কোন অবস্থাতেই অশ্লীল আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড যা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে তার কাছেও যাওয়া যাবে না।

"আরা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না।" (সূরা আনআম ঃ ১৫১)

উক্ত আয়াতে 'অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সব কাজ ও কাজের উৎস অশ্লীলতা ও পাপাচারের সাথে সম্পৃক্ত বা সেদিকে নিয়ে যায় তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অভিসার, অশ্লীল গান-বাদ্য, বিনোদন, ম্যাগাজিন, হিন্দি নাচ-গান, সিনেমা ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল।

তাড়াহুড়া না করি

কোন কাজেই তাড়াহুড়া করবেন না। দৃঢ়চিত্তে সময়মতো কাজ শুরু করুন, প্ল্যানমতো ধাপে ধাপে এগিয়ে যান, কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত হতে দেবেন না। দেখবেন তাড়াহুড়া ছাড়াই কাজটি সমাধা হয়েছে। তবে প্ল্যানটা হতে হবে নিখুঁত এবং আপনার কাজের গতি হতে হবে প্রফেশনাল, অলস বা ঢিলেঢালা নয়।

দেরীতে শুরু করলে, প্রয়োজনীয় মাল-মশলা এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করার আগেই কাজে হাত দিলে অগ্রগতির হার কম হতে বাধ্য যার ফলে তাড়াহুড়ো করতে হয়। তাড়াহুড়া করলে কাজে ভুল হয়, আরো দেরী হয়। অন্য যে কথাটি সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন সেটা হলো লাইফ ইজ নট অ্যান ইমার্জেন্সি, সব কাজেই একটা তাড়া, একটা ব্যস্ততা জীবনে অশান্তি এবং ব্যর্থতা ডেকে আনে। Go easy. One step at a time.

অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করি

নির্বিবাদে, শান্তিতে জীবন কাটাতে চান? তাহলে অপরের দোষ অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যের বিরূপ সমালোচনা থেকে দূরে থাকুন। শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পাবেন, অকারণে দুর্ভাবনার কবল থেকে মুক্ত থাকবেন; অন্যান্য প্রয়োজনীয়, সৃজনশীল কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ বেশী পাবেন। এর জন্যে চাই বাকসংযম; কখন কথা বলতে হবে, কখন চুপ থাকতে হবে সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। এখানে আবেগের স্থান নেই, প্রয়োজন বিচক্ষণতার। অন্যের দেয়া উস্কানিও উপেক্ষা করতে হবে। আপনার মতো অন্যদেরও আপন রুচি-পছন্দমতো চলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়।" (সূরা হুমাযা ঃ ১)

--- অর্থবহ জীবনের সন্ধানে, সাইদুল হোসেন

প্রশংসা ও আত্মপ্রশংসা

প্রশংসা একটি লোভনীয় বস্তু। আমরা আমাদের নিজেদের প্রশংসা অন্যদের মুখে শুনতে বড় ভালবাসি। তবে প্রশংসাটা যেন আমাদের মনে গর্ব-অহংকার বা স্পর্ধার অথবা অন্যদের হেয় দৃষ্টিতে দেখার বাসনা সৃষ্টি না করে সে-দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লোকমান ঃ ১৮)

অন্যদিকে আমরা আত্মপ্রশংসা করতেও ভালবাসি। যেমন ঃ দান-সদাকা, বিভিন্নরকম সাহায্য-সহযোগিতা, ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি করেই আমাদের অনেকেই সেটাকে বিভিন্ন পরিবেশে বারবার ফলাও করে বলে বেড়াই, প্রশংসা কুড়াবার চেষ্টা করি। এটা খুবই নিন্দনীয় স্বভাব, একজন বিবেকবান ব্যক্তির জন্যে এটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। এধরনের আত্মপ্রশংসা সেই সৎকর্মটুকুর সম্পূর্ণ মাধুর্যটাই ধ্বংস করে ফেলে।

সন্তানের জন্মদাতা 'পিতা' কে? 'মা' তা জানে না!

আমেরিকা-ক্যানাডার টিভিতে প্রতিদিন Jerry নামে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানে একজন ইয়ং মেয়ে তার নবজাত শিশু সন্তান নিয়ে উপস্থিত হয় এবং ৫-১০জন ইয়ং ছেলেও উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানটি লাইভ রেকর্ড করা হয় উপস্থিত দর্শকদের সামনে এবং পরে টিভিতে প্রচার করা হয়। উপস্থিত মেয়েটি জানে না তার গর্ভের ঐ শিশুটির আসল জন্মদাতা পিতা কে। কারণ সে প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে অনেক ছেলের সাথেই বিছানায় গিয়েছিল তবে সকলের মধ্য থেকে উপস্থিত ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ একজন ঐ শিশুর পিতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী তাই তাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে। মেয়েটি এবার শিশুটির চেহারার উপর অনুমান করে এই উপস্থিত ছেলেগুলোর মধ্য থেকে একজনকে শিশুর জন্ম দাতা হিসেবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। অনুষ্ঠানটি রিয়েল লাইফ নিয়ে এক ধরনের ফান (আনন্দ বা মজা)।

একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুই পক্ষের ডি.এন.এ. পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং রিজাল্টস আসা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলতে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মেয়েটির অনুমান সঠিক নয় অর্থাৎ যখন ডি.এন.এ. রিজাল্টস আসে তখন দেখা যায় যে মেয়েটা যে ছেলেটাকে সন্তানের পিতা হিসেবে সন্দেহ করেছে আসলে সেটা ঠিক নয় এবং তাদের ভেতর থেকে অন্য আরেকজন। আর তখন সন্দেহের ছেলেটা খুশিতে লাফিয়ে উঠে এবং শিশুর সত্যিকার জন্মদাতা পিতা রাগে নিজ মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে উপস্থিত ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ-ই ঐ সন্তানের পিতা নয়, অর্থাৎ এদের বাইরে অন্য কেউ। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানকার অনেক মেয়েরাই স্বামী ছাড়া মা হতে চায়। অনেক টিনএইজাররা-ই শখের বসে প্রেগনেন্ট হতে চায়।

অবশ্য এমন বিষয়টি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। তাইতো মুসলিমদের মাঝে এমন ঘটনা মিডিয়াতে প্রচার হওয়া তো দূরে থাক এমনিতেও প্রথিবীর মুসলিম সমাজে দেখা ও শোনা যায় না। আর এতেই ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মানবিকতাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে।

সুখি পরিবার এক সময় অসুখি পরিবারে পরিনত হওয়ার করুন চিত্র

পরিচিতদের মধ্যে যখন কোন পরিবার নতুন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে ক্যানাডা আসেন তখন আমরা সাধারণত তাদেরকে আমাদের বাসায় গেষ্ট হিসেবে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে থাকি। ডিনারের পরে আমরা Family Development-এর উপরে একটি Power Point Presentation এর আয়োজন করি। এই পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক লাইফ, সন্তানদের গাইড করার পেছনে বাবা-মায়ের ভূমিকা, পাশ্চাত্যের নেগেটিভ দিক এবং পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে Presentation-টি সাজানো। শেষে Self study-র জন্য কিছু বইপত্র এবং ডিভিডি দিয়ে থাকি। অর্থাৎ প্রবাস জীবনের শুরুতেই একটি সঠিক গাইড দিয়ে দেয়া হয় কিভাবে চললে কি হবে ইত্যাদি।

যাহোক, এ রকম একটি পরিবারের ঘটনা। তারা দেশ থেকে নতুন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এসেছেন। আমাদের থেকে প্রবাস জীবনের শুরুতেই যা যা গাইড পাওয়ার তা পেয়েছেন। ভাই-ভাবী দু'জনেই জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর জন্যে খুবই সিনসিয়ার। ক্যানাডায় সেটল হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তা তারা লিষ্ট ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভাই কিছুদিনের মধ্যেই একটা চাকুরী পেয়েছেন, তারপর আরো উন্নতির জন্য চাকুরীতে প্রচুর সময় দিচ্ছেন, ওভার টাইম করছেন, ফলে সময়মত প্রমোশনও হয়েছে। প্রথম প্রথম মাসিক ইসলামিক প্রোগ্রামে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন তারপর আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছেন। স্ত্রীও চেষ্টা করছেন দিন দিন আরো উন্নতির জন্য, ইংলিশ শিখছেন, তারপর চাকুরী নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা পাবলিক স্কুলে পড়ে, তারাও প্রচুর ব্যস্ত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যে তারা গাড়ি কিনেছেন তারপর আরো কিছুদিনের মধ্যে একটি বাড়ি কিনেছেন। নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধব হয়েছে, বাসায় বাসায় পার্টি চলছে, সবাই দাওয়াত আর ওয়েষ্টার্ন লাইফ নিয়ে ব্যস্ত, ডলার আর্নিং আর পার্টি ইত্যাদি। এখন আর কোন কিছুর অভাব নেই। ক্যানাডার সব কিছুই তারা মোটামুটি পেয়ে গেছেন।

যাহোক, চার বছর পরের ঘটনা। হঠাৎ ঐ ভাইয়ের সাথে একদিন দেখা। তিনি আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনার সাথে জরুরী কথা আছে। কথা হচ্ছে তার পরিবারটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার এতো দিনের সুখের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার স্ত্রী এক দিকে, ছেলে আরেক দিকে আর সে নিজেই তো আরেক দিকে। যে যার মতো চলছে, কেউ কারো কথা শুনছে না, পুরো পরিবারটি কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে। পরিবারে সুখ বলতে আর কিছু নেই।

ঘটনার বিশ্লেষণঃ "দি মেসেজ" এর আগের সংখ্যায় "উন্নত জীবনের সন্ধানে" নামে একটি আর্টিক্যাল ছিল যেখানে এই সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে। এখানে সমস্যার মুল কারণটা হচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। অর্থাৎ পরিবারে কর্তা এবং কর্ত্রী দুজনই জীবনকে নিয়ে চিন্তা করেছেন ওয়ান ওয়ে। অর্থাৎ শুধু ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, চাকুরী, প্রোমোশন, ডলার, গাড়ি, বাড়ি, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে স্ট্যাটাস, একপ্রকার ইনডাইরেক্ট প্রতিযোগিতা। ইসলামিক পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে নন-ইসলামিক পরিবেশের সাথে জীবন যাপন করেছেন। তারা শুধু চিন্তা করেছেন বৈষয়িক কিন্তু নিজেদের আত্মার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এখন এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ নয়। কারণ সমস্যাটা খুব প্রকট আকার ধারণ করেছে। যদি সমস্যাটা শুরুর দিকে ধরা যেত তাহলে সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে যেত। একজন মানুষের পরিবর্তন রাতারাতি হয় না, দিনের পর দিন আস্তে আস্তে এতো বড় আকার ধারণ করেছে। যাহোক, পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, হাল ছাড়া যাবে না, ধৈর্য্যধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে ইনশাআল্লাহ তিনি সাহায্য করবেন।

আমরা কি জানি নর্থ আমেরিকায় কত বাবা-মা জেলে আছে?

আপনি কি জানেন আমেরিকা এবং ক্যানাডায় কত বাবা-মা জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় আছে শুধু সন্তানকে সঠিক উপায়ে গাইড না করার কারণে? নিজ সন্তান বাবা-মার বিরুদ্ধে পুলিশ কল করে তার নিজের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। অথবা সন্তানকে দেশীয় উপায়ে শাসন করার কারণে প্রতিবেশী অথবা স্কুল ম্যানেজমেন্টের অভিযোগে বাবা-মাকে জেলে যেতে হয়েছে। আবার অনেক বাবা-মায়ের কোল খালি করে পুলিশ নিয়ে গেছে তাদের আদরের সন্তানকে সরকারী শেল্টারে। আইনের চোখে উভয় ক্ষেত্রেই সন্তানের কোন দোষ নেই। সবসময় বাবা-মা অপরাধী। এক্ষেত্রে বাবা-মার অপরাধ তারা নিজ সন্তান পালনে ব্যর্থ অর্থাৎ অযোগ্য। তাই প্রশাসন সন্তানকে পরিবার থেকে আলাদা করে বাবা-মাকে শাস্তি এবং শিক্ষা দুটোই দিচ্ছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আবার অনেক বাবা-মাকে সরকারী খরচে anger management এর উপর কোর্স করতে পাঠানোও হয়ে থাকে। তাই আমরা জানিনা কখন যে নিজ সন্তানের অভিযোগে পুলিশ এসে হাজির হবে বাসায়! আমরা কি এখনো সাবধান হবো না?

পারিবারিক সমস্যা সমাধানে পুলিশের সাহায্য

---আবু জারা

ঘটনা ১ঃ টরন্টোর একটি সত্য ঘটনা, ঘটনাটি তুলে ধরা হচ্ছে আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে। এক দিন সকালে কাজে গিয়ে দেখি আমার কো-ওয়ার্কারের গালে আচঁড়ের দাগ। তাকে জিজ্ঞেস করাতে উত্তরে বলল বাগানে কাজ করতে গিয়ে আচঁড় লেগেছে। কিন্তু তার চেহারায় বিষন্নতার ছাপ তা বলছে না। এক সময় সে আর প্রকৃত ঘটনা চেপে রাখতে না পেরে আমার কাছে সত্য ঘটনাটি খুলে বলল। কারণ এই মুহূর্তে তার পরামর্শ এবং সান্ত্বনা প্রয়োজন। গত রাতে তার স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটির এক মুহূর্তে তার স্ত্রী তাকে খামচি দিয়েছে। সে তার স্ত্রীকে ভয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশে ইনফর্ম করেছে। ইনভেস্টিগেশনের জন্য পুলিশ বাসায় এসেছে এবং সব কথা শুনে তার স্ত্রীকে এরেস্ট করে নিয়ে গেছে। সে চিন্তা করে নাই যে এই সামান্য খামচির জন্য তার স্ত্রীকে জেলে নিয়ে যেতে পারে!

জটিল ঘটনা এখন শুরু। পুলিশ তাদের দুজনকেই কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছে কেউ কারো সাথে দেখা করতে পারবে না কোর্টে কেইস সেটল না হওয়া পর্যন্ত। যা হোক, দু'জনই আলাদা আলাদাভাবে ল-ইয়ার নিয়োগ করেছে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু ঝামেলা কি আর এতো সহজেই শেষ হয়? দু'জন দুই জায়গায়, এভাবে চলে বেশ কিছু দিন। জেল জরিমানা পার হয়ে এক সময় স্ত্রী ছাড়া পায় এবং বাসায় ফিরে আসে। এরপর থেকে দু'জনে কানে ধরেছেন যে স্বামী-স্ত্রী যাই হোক আর ভুলেও পুলিশকে কল করবেন না।

ঘটনা ২ঃ এই ঘটনাটি একটু ভিন্ন। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া লেগেছে এবং কোন এক মুহূর্তে স্বামী তার স্ত্রীকে একটি চড় মেরেছে এবং স্ত্রীও তার স্বামীকে একটা চড় মেরেছে। যাহোক এ ক্ষেত্রেও স্বামী তার স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য পুলিশ কল করেছে। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ বাসায় এসে হাজির। পুলিশ স্ত্রীকে আলাদা ঘরে নিয়ে তার মুখ থেকে বের করেছে যে তার স্বামী তাকে একটা চড় মেরেছে। এবার যে পুলিশ কল করেছে তাকেই পুলিশ এরেষ্ট করে নিয়ে গেছে। অপরাধ মারাত্মক (এসাল্ট)। পরের দিন কোর্ট থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে কেইস সেটল না হওয়া পর্যন্ত দু'জন দু'জনের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ এবং দেখা করতে পারবে না এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসবাস করতে হবে। যদি দু'জনে দেখা করে তাহলে ফাইন।

এখানে স্ত্রী কেইস করেন নাই, পুলিশ স্ত্রীর হয়ে কেইস করে দিয়েছেন। স্ত্রী চাচ্ছেন কেইস উঠিয়ে নিতে কিন্তু পুলিশ তা দিচ্ছে না এবং পুলিশ বলছে তোমরা এশিয়ানরা নিজেরা ঝগড়া-ঝাটি করো আবার পরে মিল হওয়ার জন্য এমন কর। যাহোক সোসাল সার্ভিস-এর লোকজন প্রায় স্ত্রীর বাসায় এসে হাজির হয় এবং মাঝে মাঝে ফোন করে খোঁজ-খবর নেয় এবং তারা নানাভাবে পরামর্শ দেয় divorce দেয়ার জন্য। এদের উদ্দেশ্য সংসার জোড়া লাগানো নয় বরং ভেঙ্গে দেয়া। তারা লোভ দেখায় যে single mother হলে সরকার থেকে নানারকম সুযোগ সুবিধা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য কিছু টিপ্‌স

- ঘরে ঢুকেই স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে অন্তর থেকে সালাম দিবেন। সালাম হচ্ছে দু'আ, একে অপরের জন্য সত্যিকার অর্থে শান্তি কামনা করা।
- স্বামী বা স্ত্রী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসেন, তখন একে অপরের কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করা।
- স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যে কোন বিষয়ে জিদ করা বা ক্রোধ থেকে বিরত থাকবেন। জিদ বা ক্রোধ এসে গেলে আল্লাহকে স্মরণ করবেন এবং মনে করবেন ইবলিস শয়তান পেছন থেকে এই কাজ করাচ্ছে, তাই তাকে কোন ক্রমেই কৃতকার্য হতে দিবেন না।
- স্বামী-স্ত্রীতে একটু-আধটু ঝগড়া-ঝাটি হতেই পারে সেজন্য চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না, জিনিসপত্র ছুড়ে মারবেন না এবং ভাঙ্গচুর করবেন না।
- কোনো ব্যাপারে উভয়ের মর্জি ও মন-মেজাজের বিপরীত ঘটলেই আগুনের মতো জ্বলে উঠবেন না।
- একজন রেগে গেল অন্যজন ঐ মুহূর্তে অবশ্যই রাগবেন না এবং চুপ থাকবেন। একজন আরেকজনকে কখনো কোন বিষয়ে খোঁটা দিবেন না।
- ছোট-খাটো বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং গন্ডগোল না করে হাসিমুখে এরিয়ে যাবেন। কখনো একে অপরকে ছোট করে দেখবেন না।
- মনকে সারাক্ষণ তিক্ত-বিরক্ত করে রাখবেন না। কুরআন পড়ুন, নফল নামায পড়ুন, ইসলামিক বই পড়ুন, DVD দেখুন, দেখবেন মন ভাল হয়ে গেছে।
- অপরিহার্য কোনো ব্যাপার ঘটলে স্ত্রীর কর্তব্য অপরিসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বোঝানো অথবা স্বামীর উচিত স্ত্রীকে বোঝানো।
- ঐ মহূর্তে যদি বোঝানোর মতো পরিবেশ না থাকে তাহলে চুপ থাকুন এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।
- স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ দেখতে পেলে যথাসম্ভব শান্ত ও নরম হয়ে যাওয়া স্ত্রীর কর্তব্য, কারণ মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে কিছু স্পেশাল পাওয়ার দিয়েছেন এবং সময় সুযোগ খুঁজতে থাকুন কোন একদিন বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।
- স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্বামীর খুব সতর্কতার সাথেই কাজ করা, কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্বামীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। স্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।
- মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই সারাক্ষণ একে অপরের ভুল ধরে বেড়াবেন না।
- একজন আরেকজনকে কখনোই ঘৃণা করবেন না। আর কখনোই যেন দু'জনের মধ্যে communication gap অর্থাৎ বোঝার ভুল না হয়।
- একজন আরেকজনকে সম্মান করুন। একে অপরকে মাঝে মধ্যেই বলুন I love you, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

জাল ও দুর্বল (মওজু ও যঈফ) হাদীস থেকে সাবধান !

শরীয়াতের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। আর কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হলো হাদীস। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন কারণেই ইসলামের মধ্যে নানা ধরনের বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলিমদের সাথে পেরে উঠছিলনা তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান কুচক্রীরা সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে মাঠে নামে। ফলে কিছু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভাব দেখিয়ে মুসলিমদের মাঝে তারা বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এজন্য তারা সাধারণ মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের কথার মধ্যে "রাসূলুল্লাহ বলেছেন" এই কথাটি সংযোগ করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। এভাবে মুসলিম সমাজে জাল-যঈফ হাদীসের প্রচলন ঘটে। একইভাবে বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কারের প্রসার ঘটতে থাকে।

শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেছেন ঃ যিনি বিদ'আত করেন তার নিকট সব কিছুই গোলমেলে হয়ে যায়। ফলে সে বিদ'আতকে সুন্নাত আর সুন্নাতকে বিদ'আত মনে করে। অতএব বিদ'আতের ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে হলে আমাদের মাঝে প্রচলিত বিদ'আতগুলো হতে সতর্ক হয়ে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহ মাফিক আমল করা ছাড়া আখিরাতে মুক্তির জন্য আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। আসুন আমরা দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসগুলো জেনে সেগুলো পরিত্যাগ করি এবং সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবন গড়ি। যে আমলই আমরা করি না কেন, তা যাচাই-বাছাই করেই করা উচিত। কারণ হতে পারে বহু আমল আমার, আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে যেগুলো দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভরশীল। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমার নির্দেশ নেই সে আমলটি অগ্রহণযোগ্য" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আসুন! আমরা জাল ও যঈফ হাদীসগুলোকে জানি এবং তথাকথিত আলিম-ওলামাদের জাল ও যঈফ হাদীস নির্ভর ফাতোয়া ও আক্বীদাহ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর ও তাঁর নবীর যথাযথ অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন। আমীন। রসূল (সা.) বলেছেন ঃ "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসাবে বর্ণনা করবে।" (সহীহ মুসলিম)

দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অথবা করেছেন ঃ এরূপ বলা ঠিক নয়। ইমাম নাববী (রহ.) বলেন ঃ হাদীস বিশারদ মুহাক্কিক (সঠিক) আলিমগণ বলেছেন ঃ কোন হাদীস দুর্বল হলে তাতে এ কথা বলা যাবে না যে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা নিষেধ করেছেন অথবা হুকুম করেছেন ইত্যাদি যা দৃঢ় অর্থবোধক শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে একথাও বলা যাবে না যে, আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন অথবা বলেছেন, কিংবা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি যা এর সমার্থবোধক শব্দ। অনুরূপভাবে তাবিঈ এবং তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা যাবে না, যদি হাদীসটি দুর্বল হয়ে থাকে। বরং এর প্রত্যেকটিতেই এ কথা বলতে হবে ঃ তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সূত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি শব্দ। যে হাদীসের বিশুদ্ধতা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি বলবে "রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন"।

শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেছেন, আমি লোকদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা হচ্ছে এই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই 'আমল করা যাবে না, চাই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবগুলোর (উত্তম) ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক। জেনে রাখুন! যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়িলের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন একটি দলীলও তাদের কোন আলিমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধু একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব লক্ষ্যণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন ঃ দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।

শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.) আরো বলেন ঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বহু আলিমকে আমরা এই ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখছি। তারা কোন হাদীস সহীহ না যঈফ তা না জেনেই তার উপর আমল করছেন। আর যখন হাদীসটির দুর্বলতা অবহিত হন তখন দুর্বলতার পরিমাণ তারা জানতে চান না। সেটি কি কম দুর্বল না বেশি দুর্বল? অতঃপর সেই দুর্বল হাদীস মোতাবেক আমলের পক্ষে এমনভাবে প্রচারণা করেন ঠিক যেমনটি করতেন হাদীসটি সহীহ হলে! সেজন্যই মুসলিমদের মাঝে এমন অনেক ইবাদাত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোটেই সহীহ নয়। পক্ষান্তরে মুসলিমরা এমন বহু সহীহ ইবাদাত থেকে সরে গিয়েছে যা প্রমাণযোগ্য সনাদসমূহের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলিকে যাচাই-বাছাই করে সহীহ ও যঈফ হাদীসগুলিকে চিহ্নিত করেন। এছাড়া জাল হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল ও নিখুঁত রাখতে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণ যুগযুগ ধরে গবেষণা করে যাচ্ছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ মিথ্যা হাদীস রচনায় খ্যাত ছিল চার জন। তারা হলো- মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদী, খোরাসানে মাকাতেল বিন সুলাইমান এবং সিরিয়ায় মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাছলুব। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম ছাড়া বাকি অন্যান্য যে হাদীস গ্রন্থগুলো আছে যেমন ঃ জামে আত তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ, আহমদ, বাইহাকী ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই কিছু কিছু জাল ও যঈফ হাদীস রয়েছে। আমাদের দেশে 'মিশকাত শরীফ' নামে সংকলিত যে হাদীসগ্রন্থটি মাদ্রাসার সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয় তার মধ্যেও অনেক হাদীস রয়েছে যা জাল এবং যঈফ। এ যুগটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আপনার-আমার সামনে ভুল-শুদ্ধ সকল তথ্য রয়েছে। এখন আপনার-আমার নিজ দায়িত্ব সঠিকটা বেছে নেয়া। ইসলাম হচ্ছে অংকের মতো পরিষ্কার। রাসূল (সা.) তাঁর জীবনে যা যা করেছেন সেটাই সঠিক ইসলাম আর তিনি যা করেননি তা যতোই পুণ্যের কাজ বলে মনে হোক না কেন বা যতো বড় বুজুর্গ বা আলেম দ্বারাই পালিত হোক না কেনো তা ইসলাম নয়।

রেফারেন্সেস ঃ যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন, যঈফ আত-তিরমিযী [দ্বিতীয় খন্ড], যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ, যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব [২য় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

Negative Effects of the Facebook

So many Facebook users, especially the teenagers, do not realize the negative effects of the Facebook. Is it because they are already addicted to the Facebook? If they are, as we already know, addiction may lead to negative things if we cannot control it. Here are 7 Negative Effects of Facebook:

Does not care about his/her surroundings

When someone is already addicted to the Facebook, there is a big possibility that he/she would not care about his/her surroundings. This guy cares only about his/her world.

Less Social Interaction

May be you have a lot of friends in the Facebook. However, how often do you interact with them in the real world? Come on, you are human! Humans are social creatures. You will reduce your social skills, communication skills as well as verbal skills if you spend most of your time with the internet. Do not do that. Appreciate yourself!

Bad for Health

Obesity would be one of many Facebook negative effects. Surely you will be fatter. You reduce your physical activity, only sitting in front of the monitor and snacking all the time. By the end of the month, you have made yourself become less attractive in front of your opposite sex.

Reduce the Time for Study

You still go to school, right? So, why don't you stop browsing the Facebook now and turn to the educative website which relates to your school subjects?

Less Family Concern

Family comes first. Do these words still have its meaning for the Facebookers? Sometimes, Facebook friends are more important than members of the family which is not right at all.

Privacy Blow Up

Never ever put your personal data in detail, especially in a social site like the Facebook. Unless you do not want to have privacy or maybe you want to be contacted by a lot of people that you do not recognize at all.

Possibility of Conflict

If you are addicted to the Facebook, maybe you know that there are so many immature people who create stupid status, upload embarrassing pictures and many other ridiculous actions. These actions are definitely a sure way to set up conflicts with others.

--- http://teenadvice.ygoy.com/7-negative-effects-of-facebook/

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ***e-mail*** এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ। ডাকযোগে (***by mail***) আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। নিজে পড়ুন এবং দাওয়াতী উদ্দেশ্যে অন্যকেও দিন।

আপনি কি এবার হজ্জে যাচ্ছেন? অনেক সময় সঠিক জ্ঞান ও তথ্যের অভাবে আমরা নানা রকম শিরক-বিদ'আত ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে হজ্জ পালন করে আসি। তাই আমাদের প্রকাশিত "হজ্জ ও উমরাহ"-র বইটি অবশ্যই সংগ্রহ করুন। এবং আমাদের আয়োজিত *Practical oriented* হজ্জ সেমিনারে অংশগ্রহণ করুন।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com